194976 - ইসলামে হিজাবের বিধান আরোপের কারণ যৌন কামনা রোধ করা নয়

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আপনাদের ধর্ম বা সংস্কৃতিতে নারীদের যে আবরণ পরতে হয় আমি সে ব্যাপারে জানতে আগ্রহী। এই পোশাক আমাদের খ্রিষ্টানদের কাছে সত্যিই খুব অসার মনে হয়। কারণ এটি এমন ইঙ্গিত করে যেন একজন নারী ভাবে সে এই পোশাক না পরলে প্রতিটা পুরুষ তাকে কামনা করবে। আরও ইঙ্গিত করে যে সৌন্দর্যের কারণে আপনার ধর্মের বা সংস্কৃতির অনুসারী কোনো নারীর ক্ষেত্রে পুরুষদেরকে বিশ্বাস করা যায় না। কারণ আপনি মনে করছেন যে আপনাকে কামনা করা হবে। কিন্তু কেউ সুন্দর হতেই পারে; তাই বলে প্রতিটা পুরুষ তাকে কামনা করবে এমন তো নয়। আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করতে পারেন? আমি আপনাকে সত্য করেই বলব আমি যখন এই পোশাক পরা কোনো নারীকে দেখি আমার মনে হয়, “কত অসার তুমি?” উত্তরের জন্য আপনাকে আগেই ধন্যবাদ দিয়ে রাখছি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

প্রথমেই আমরা আপনাকে আপনার অকপটতা,সুস্পষ্ট প্রশ্ন ও প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমরা আশা করি নিচে যে সামান্য কিছু কথা আমরা তুলে ধরব এর মাঝে আপনি আপনার উত্তর খুঁজে পাবেন।

আমরা উত্তরের শুরুতে আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই,যার উত্তর আপনাকে দিতে হবে এবং তারপর আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আপনার কাছে পরিষ্কার হবে। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে- আপনি কি মনে করেন যদি একজন নারী তার সমস্ত কাপড় খুলে লন্ডন বা প্যারিসের মার্কেটগুলোতে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ায় তাহলে আপনি সেটা মেনে নিবেন অথবা সেখানকার কর্তৃপক্ষ বা আইন তাকে সেটা করতে দিবে?

আমরা মনে করি,খুব সম্ভবত আপনার উত্তর হবে- না,আপনি তা মেনে নিবেন না।বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তা একদমই অনুমোদন করবে না। এটা সে দেশে বসবাসরত সবাই জানে।

যদি আমরা আরও এক ধাপ এগিয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করি, যদি সে তার শরীরের নিম্নাংশের বিশেষ অঙ্গটা আবৃত করে

শরীরের উর্ধ্বাংশ খোলা রেখে শপিং এ বের হয়?আমাদের মনে হয় আপনি এবারও একমত হবেন যে, এমন ব্যবহার অভদ্রতা ও অসম্মানজনক এবং প্রচলিত আদবের লঙ্ঘন।

এখন যারা স্থুলভাবে নিজেদের প্রকাশ করে তাদের কথা ছাড়ুন;আপনার কি মনে হয় যদি একজন নারী তার ঘুমের পোশাক পরে রাস্তায় বা লোকালয়ে আসে...?

সম্ভবত আপনি জানেন যে পশ্চিমা দেশে যারা সাঁতারের পোশাক পরে লোকালয়ে আসে তাদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের আপত্তি জানানোর অধিকার আছেএবং কোম্পানির ম্যানেজার বা অফিসের কর্মকর্তার কর্মক্ষেত্রে নারী কর্মচারীকে খোলামেলা, উস্কানিমূলক পোশাক পরা প্রতিহত করার অধিকার আছে এবং প্রচলিত,শালীন পোশাক পরা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক।

এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে- আপনি কি মনে করেন এসব দেশে,মানুষ,প্রতিষ্ঠান,আইন ও রীতি-নীতি আপনার কথা অনুযায়ী অসার ও তারা যৌনতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে?অথবা আপনি কি মনে করেন তারা ঘৃণ্য অন্যায়কারী; যাদের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতা হরণ করা এবং এমন কাজ যৌনতায় মত্ত হয়ে থাকা মানুষ ছাড়া আর কারও পক্ষে করা সম্ভব না?আপনি কি মনে করেন যদি একজন নারী তার বুক কিংবা বিশেষ অঙ্গ খোলা রাখে অথবা সাতারের পোশাকে লোকালয়ে আসে তাহলে সমস্ত পুরুষ তাকে কামনা করবে অথবা তাকে পতিতা মনে করবে কিংবা ভাববে সে তাদেরকে প্রলুব্ধ করারচেষ্টা করছে?

আপনি যদি বলেন, এই দুইটা দৃশ্যের মাঝে পার্থক্য আছে-লোকালয়ে নগ্নতা নিঃসন্দেহে অগ্রহণযোগ্য। কিন্তু চুল আর মুখ খোলা রাখা উস্কানিমূলক নয়; বরং স্বাভাবিক ব্যাপার। আর এটাতে আইনও লঙ্ঘন হয় না।তাহলে আমরা আপনাকে বলবঃ আমি আর আপনি নির্ধারণ করার কে শরীরের কোন অংশ উন্মুক্ত রাখা যাবে, আর কোন অংশ উন্মুক্ত রাখা যাবে না? আপনি কেন চাইছেন আপনার নির্ধারিত সীমা আমরা মেনে নিব, যেখানে আপনি ইসলামী শরিয়া অনুযায়ী নির্ধারিত সীমা মেনে নিতে রাজি নন?

অধিকন্তু,কেন একটা নির্দিষ্ট সমাজযেমন ধরুন পশ্চিমা সমাজনির্ধারণ করবে কোনটা অন্যদের জন্য মানানসই; আর কোনটা মানানসই নয়?

আপনি যদি মনে করেন প্রকাশ্যে নগ্নতা ও স্বল্প পোশাক পরা নিষিদ্ধ করা মানে আপনি আপনার প্রশ্নে যা যা বলেছেন তা না,তাহলে আমরা আপনাকে বলব যে আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি শালীন পোশাক হচ্ছে এই হিজাব যা মুসলিম নারীদের পরতে দেখে আপনি তাদেরকে “অসার” বলে অভিযুক্ত করছেন।

কেন আপনি হিজাব পরাকে শালীনতা হিসেবে দেখছেন না? নাকি আপনি মনে করছেন এটি সাধারণ রুচি,আদব ও নৈতিকতা

বরিুদ্ধ? যদি তা মনে করনে থাকনে তাহলে আপনি নিজিরে বা নজি সমাজরে দৃষ্টভিঙ্গকিে অন্য সমাজ বা মানুষকে বচিাররে মানদণ্ড মনে করছনে কনে?

কনে আপনি এই বষিয়ে আমাদরে দৃষ্টভিঙ্গকিে প্রত্যাখ্যান করে আপনার দয়ো শালীনতার ব্যাখ্যা মনেে নতিে বলছনে? একজন নারী যদি তার উরু বা পটে খোলা রাখে তাহলে সটো কি শালীনতা?নাকি তার শুধুমাত্র নজিরে হাত আর পা উন্মুক্ত রাখার মাঝইে একে সীমাবদ্ধ রাখা উচতি?এই বষিয়ে আপনার দকিনর্দিশেনা কি?আপনার কি অধকিার আছে সমস্ত মানবতাকে আপনার নজিস্ব ধারণা মনেে নতিে বাধ্য করার?

এটা কি সাদা মানুষদরে অবশষ্টি “অধকিার”? অথবা এভাবওে বলতে পারি এটা কি শুভ্র বা স্বর্ণকশেী নারীর পৃথবীকে নয়িন্ত্রণ করা ও পৃথবীর ধ্যান-ধারণা,রীত,িআদব আর রুচকিে নর্িধারণ করার একক পন্থা?

কনে আপনি কুমারী মরেী (আঃ)-কে “অসার” বলনে না? প্রশ্নে আপনি যে কারণ দখেয়িছেনে সে অনুযায়ী তো তনিওি অসার।আপনি জাননে যে তনিি এক ধরণরে হজিাব পরতনে। তনিি কি আপনার ব্যাখ্যা অনুযায়ী শালীনতাকে যৌনতার সাথে সম্পর্কতি কছিু ভবেছেলিনে?

কনে গর্িজার মহলিারা গর্িজার কাজকর্মরে সময় ও প্রার্থনার সময় তাদরে চুল ঢকেে রাখে?

প্রার্থনারত অবস্থা আর প্রার্থনার বাহরিরে অবস্থার মাঝে পার্থক্য কি?যদি প্রার্থনার সময় হজিাব করলে ভক্তি আর বশ্বিাস বাড়,েতাহলে কনে একজন নারী প্রার্থনার বাইরে তার ভক্তি আর বশ্বিাসরে একাংশকে সরয়িে রাখবে?

করোন্থিীয়দরে প্রতি দূত পল প্রথম এপস্টিলে যা বলছেনে তার প্রতি কনে আপনি অসারতার অভযিোগ আননে না?তনিি বলছেলিনে:

“কন্তিু যে স্ত্রীলোক মাথা না ঢকেে প্রার্থনা করে বা ভাববাণী পড়সেে তার নজিরে মাথার অপমান করে —এটি সে স্ত্রীলোকরে মাথা ন্যাড়া করে ফলোর তুল্য।

স্ত্রীলোক যদি তার মাথা না ঢাকে সে যনে তার মাথার চুল কটেে ফলেে।কন্তিু স্ত্রীলোকরে পক্ষে যদি চুল কটেে ফলো বা মাথা ন্যাড়া করা লজ্জার বষিয় হয় তবে সে তার মাথা ঢকেে রাখুক।

আবার পুরুষ মানুষরে মাথা ঢকেে রাখা উচতি নয়।কারণ সে ঈশ্বররে স্বরূপ ও মহমিা প্রতফিলন কর।ে কন্তিু স্ত্রীলোক হলো পুরুষরে মহমিা।

কারণ স্ত্রীলোক থেকে পুরুষের সৃষ্টি হয়নি;কিন্তু পুরুষ থেকেই স্ত্রীলোক এসেছে।

স্ত্রীলোকের জন্য পুরুষের সৃষ্টি হয়নি;কিন্তু পুরুষের জন্য স্ত্রীলোকের সৃষ্টি হয়েছে।

এ কারণে এবং স্বর্গদূতগণের জন্য অধীনতার চিহ্ন হিসেবে একজন স্ত্রীলোক তার মাথা ঢেকে রাখবে।” [১ করিন্থীয়ানস ১১:৫-১০ – নতুন আন্তর্জাতিক সংস্করণ]

টিমোথির প্রতি পলের প্রথম এপিস্টলে বলা হয়েছে-

“অনুরূপভাবে আমি চাই নারীরা যেন ভদ্রভাবে ও যুক্তিযুক্তভাবে উপযুক্ত পোশাক পরে তাদের সজ্জিত করে। তারা যেন নিজেদের শৌখিন খোঁপা করা চুলে বা সোনা মুক্তোর গহনায় বা দামী পোশাকে না সাজে।

কিন্তু সৎকাজের অলঙ্কারে তাদের সেজে থাকা উচিত। যে নারী নিজেকে ঈশ্বরভক্ত বলে পরিচয় দেয় তার এভাবেই সাজা উচিত।

নারীরা সম্পূর্ণ বশ্যতাপূর্বক নীরবে নতনম্র হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করুক।

আমি কোন নারীকে শিক্ষা দিতে অথবা কোন পুরুষের ওপরে কর্তৃত্ব করতে দিই না;বরং নারী নীরব থাকুক।”[১ টিমোথি ২:৯-১২ – নতুন আন্তর্জাতিক সংস্করণ]

উপরন্তু,একজন নারীর শালীনতা ও সদাচারের চিহ্ন হিসাবে বাইবেলে নিকাব(মানে যা দিয়ে মুখ ঢাকা হয়)এর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

জেনেসিসে বলা হয়েছে :

“একদিন সন্ধ্যায় ধ্যান করার জন্য ইসহাক একান্তে নির্জন প্রান্তরে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ইসহাক চোখ তুলে দেখলেন যে দূর থেকে উটের সারি আসছে। রিবিকাও ইসহাককে দেখতে পেলেন। তখন সে উটের পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল। ভৃত্যকে জিজ্ঞেসে করল, “কে ঐ তরুণ মাঠের মধ্যে দিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে?”

ভৃত্য উত্তর দিল, “ঐ আমার মনিবের পুত্র।” শুনে রিবিকা ওড়না দিয়ে তার মুখ ঢেকে নিল।” [জেনেসিস ২৪:৬৩-৬৬ – নতুন আন্তর্জাতিক সংস্করণ]

আমাদরে পক্ষে এখানে এর চয়েে বশেি উদ্ধৃত দিয়ো সম্ভব নয়। এই বষিয়ে বশিষেজ্ঞদরে গবষেণা রয়ছে।আপন সিসেব খুঁজে পড়ে দখেত পারনে।

আমরা আপনার সাথে শুধু যুক্ততির্ক দয়িে, নরিপক্ষে মনোভাব নয়িে এবং আলোচনা-সমালোচনার একট স্বিচ্ছ ভত্তিি থকেে বষিয়ট পির্যালোচনা করার চষ্টো করছ। "অসারতার" অভযিোগ আমরা করতে চাই না। একজন প্রতপিক্ষরে জন্য এমন দাবী করা খুব সহজ। আর যে কউে এমন দাবী খণ্ডন করতে সক্ষম।

আমরা আপনাকে নশ্চিতি করছ যি ইসলামী শরয়িতে হজিাব বাধ্যতামূলক এ কারণে নয় য,ে যসেব নারী হজিাব পরে না তারা সবাই চরত্রিহীন। অথবা এ কারণে নয় য,ে হজিাব না পরলে সমস্ত পুরুষ একজন নারীর দকিে খারাপ দৃষ্টতিে বা কু মতলবে তাকাব।ে ইসলামী সমাজ মানুষকে পরবিার,েরাস্তায়,স্কুল,েমসজদি,েবশ্বিবদ্যিালয়ে সব জায়গায় সৎকর্মশীল ও ধার্মকি হতে শখোয়। বাস্তব সত্য হচ্ছে ইসলামরে অনকে অনুশাসন মানুষকে সদ্ব্যবহার,ভদ্রতা,সচ্চরত্রিতা ও নম্রতার প্রত এিতটাই উদ্বুদ্ধ করে যে এটা বহু মানুষকে অনতৈকি কাজ থকেে ফরিয়িে রাখ।ে

তবে যে কোন বধিান আরোপরে ক্ষত্রেে ইসলাম শুধু সংখ্যাগরষ্ঠি মানুষরে দকিটাই দখেে না;বরং সংখ্যায় কম হলওে সমাজে যে কছিু অপরাধী রয়ছে সটোও ববিচেনায় রাখ।ে যনে সমাজরে সংখ্যাগরষ্ঠি মানুষরে সুস্থ জীবনধারা নশ্চিতি করা যায় এবং সংখ্যালঘু মানুষ অনতৈকিতার বস্তিার ঘটয়িে তাদরে জীবনকে দুর্বষিহ করে তুলতে না পার।ে ঠকি যমেনভাবে পশ্চমিা দশেগুলোর কর্তৃপক্ষ যদ বিকিৃত মনরে মানুষদর,েসমকামীদরে আর স্ট্রপি ক্লাবরে খদ্দরেদরে রাস্তায় বা লোকালয়ে কোন বাধা না দয়িে তাদরে যা খুশ কিরতে দয়ে,তাহলে আপন নিশ্চিয়ই কল্পনা করতে পারছনে সইেসব সমাজরে পরণিত কি হিতে পার!ে!

এখানে আমরা আরও একটা উদ্ধৃত উিল্লখে করতে চাই যখোনে বলা হয়ছে কোন নারীর নকিাব(যা দয়িে মুখ ঢাকা হয়)তা অপসারণ করে তার চহোরা অনাবৃত করার চষ্টো করা এক ধরণরে অপকর্ম।

ড্যানয়িলে বইয়রে ক্যাথলকি সংস্করণে বলা হয়ছে-

"এখন, সুজানা ছলি খুব মার্জতি ও সুন্দরী এক রমণী। যহেতেু সে অবগুণ্ঠতি ছলি,দুর্বৃত্তরা তার অবগুণ্ঠন সরাতে আদশে দলি যনে তারা চোখ দয়িে তার সৌন্দর্য আস্বাদন করতে পার।ে"

[ড্যানয়িলে ১৩:৩০-৩১ – নউি রভিাইসড স্ট্যান্ডার্ড এডশিন]

কোনো মন্তব্য নেই!

সবশেষে,আমরা আপনাকে নারীদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরিসংখ্যানগুলোর প্রতি নজর দেয়ার অনুরোধ করছি। এ পরিসংখ্যান থেকে নারীর উপর নানা রকম আক্রমণ যেমন- ধর্ষণের যে সংখ্যা আপনি পাবেন সেটা রীতিমত আতঙ্কিত হওয়ার মতো। আমেরিকার যৌন আক্রমণ বিরোধী সবচেয়ে বড় সংস্থা RAINN(Rape, Abuse and Incest National Network)এর তথ্য অনুযায়ীআমেরিকাতে প্রতি দুই মিনিটে একটা যৌন আক্রমণের ঘটনা ঘটে। যার অর্থ হচ্ছে- বছরে যৌন আক্রমণের ২০৭,৭৫৪টা ঘটনা ঘটে। এই সংখ্যাটা ব্যাপক এবং এর কারণ ও প্রতিকার খোঁজার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা দরকার।আপনি রিপোর্টটা এখানে পাবেন

http://rainn.org/get-information/statistics/frequency-of-sexual-assault

আমরা যদি বৈবাহিক বিশ্বাসঘাতকতা,অবৈধ সন্তান,বিবাহবিচ্ছেদ,অতি-নিকট আত্মীয়ের মধ্যে যৌন সঙ্গমের পরিসংখ্যান দেখি,তাহলে আমরা এমন অনেক ঘটনা খুঁজে পাব যা ঘটছে নারীদের যথাযথ পোশাক না পরার কারণে এবং মহান আল্লাহ কুরআনে যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা অতিক্রম করার কারণে এবং এই নির্দেশগুলো ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টের ছাপানো সংস্করণেও পাওয়া যাবে যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি।

আমরা আশা করব উপরে যা আলোচনা করা হল আপনি তা ভেবে দেখবেন। পরবর্তীতে কোন সময় আমরা মুসলিম নারীদের হিজাব পরিধানে উদ্বুদ্ধকারী কারণসমূহ এবং এই টুকরো কাপড়ের মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক প্রভাবের ব্যাপারে আরও আলোচনা করার প্রয়াশ পাব।

এই আলোচনাতে আমাদের যুক্তিগুলো যদি আপনার মনপুত হয়তাহলে আমরা ইসলাম সম্পর্কে আপনার অনুসন্ধিৎসু সব প্রশ্ন ও আন্তরিক স্পৃহাকে স্বাগত জানাই।

আল্লাহই ভালো জানেন।